15

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

লাইব্রেরী

দেশ জুড়ে করুণ চিত্র

জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞানের বিকাশ সাধনের জন্য আধুনিক বিশ্বে লাইব্রেরীর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ লাইব্রেরীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। বস্তাপচা পুঁথিগত শিক্ষায় সীমিত শিক্ষিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা না পারছে নিজের জীবনের জন্য কিছু করতে, না পারছে দেশ-জাতির উন্নয়নে কোন ভূমিকা পালন করতে। লাইব্রেরী একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের নন্দনকাননে ভ্রমণ করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়, তার সামনে খুলে দেয় জ্ঞানের সকল দুয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার এ আয়োজন নিদারুণ ঢিমেতালে। সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে ব্যানবেইস কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, সারাদেশে তালিকাভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১১ হাজার ৪শ' ৮৮, ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫ এবং মাদ্রাসার সংখ্যা ৫ হাজার ৭শ' ৬২। এ তিন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কুলে রয়েছে ৩৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮শ ২ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে ১ লাখ ৩৫ হাজার ১শ' ৭৭ জন। আবার কলেজসমূহে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১১ লাখ ২৭ হাজার ৪শ' ১৮ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২৭ হাজার ৭শ'। একই সাথে মাদ্রাসাসমূহে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৭ লাখ ৪১ হাজার ৩শ' ৬২ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৮২ হাজার ৭৪ জন। এ বিশাল পরিসংখ্যান উল্লেখ করার একমাত্র কারণ হলো, উপরোক্ত এ তিনটি পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং এগুলোতে লাখ লাখ ছাত্র-শিক্ষক পড়াশুনার সাথে জড়িয়ে থাকলেও প্রায় সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানে তেমন কোন ভাল লাইব্রেরীই নেই। নিতান্তই পাঠ্যপুস্তকের ওপর ভিত্তি করে সভ্যতার এ যুগে এসেও তাদের পড়াশুনা চলছে আধুনিকতার সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে। কি ভয়াল চিত্র ভাবতেও কষ্ট হয়

এ অভিযোগ কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। বাংলাদেশের সর্বশেষ ১৯৮৮ সালের মফিজ উদ্দিন আহমদ'র শিক্ষা কমিশনে লাইব্রেরীগুলো সম্পর্কে যে মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তা জাতির জন্য শুধু দুঃখজনকই নয় বরং হতাশাব্যঞ্জক। উক্ত কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে– লাইব্রেরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃদপিন্ডস্বরূপ হলেও এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। উন্নয়ন প্রকল্পে হয় লাইব্রেরী বাদ পড়েছে কিংবা উন্নয়ন বরাদ্দের ন্যায্য অংশ পায়নি। ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের ব্যাপারে লাইব্রেরীর জন্য অনেক ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যেখানে যা রাখা হয়েছিল প্রয়োজনের

অনেক লাইব্রেরীতে পড়াশুনার এরকম কোন পরিবেশনেই

তুলনায় তা অপরিসর, তাই লাইব্রেরীতে স্থানাভাব সর্বত্র। বই ও সাময়িকীর ব্যয় বরাদ্দ, লাইব্রেরী কর্মীদের যোগ্যতা ও সংখ্যা বা লাইব্রেরীর আসবাব সামগ্রী ইত্যাদি এতই অপ্রতুল যে অধিকাংশ স্কুল-কলেজে লাইব্রেরী বলে কিছু নেই বললেও চলে। এতো গেল শিক্ষা কমিশনের কথা। আবার ব্যানবেইস-এর '৯৬ সালের এক রিপোর্টে লাইব্রেরী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, স্কুলসমূহে লাইব্রেরীর সংখ্যা সঠিক নাই। মাত্র কিছু স্কুলে নামেমাত্র লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীর উন্নয়ন তো দূরের কথা, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লাইব্রেরী কতটি আছে দুর্ভাগজনক হলেও এ সম্পর্কে ১৯৮৮ সালের পর অদ্যাবধি কোন জরিপই চালানো হয়নি।

লাইব্রেরী জ্ঞান চর্চার সূতিকাগার। সব সরকারই শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত শিক্ষা উন্নয়নের অনন্য মাধ্যম লাইব্রেরী থেকে গেছে রুগ্ন, শীর্ণ ও অনেক ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন। তাই লাখ-লাখ ছাত্র-শিক্ষকের জ্ঞান চর্চা ও মুক্ত চিন্তা বিকাশের পথ খুলে দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী উন্নয়নের কর্মসূচী শীঘ্রই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা জরুরী।

□ সারওয়ার-ই-আলম